এক

মেয়েটি থ্রিপিস খুলছে। আড়ালে-আবডালে নয়, খুলছে একপাল যুবক-যুবতীর সামনে। ওর চাপা নাক, উঁচু কপাল আর মিশকালো গায়ের রং। প্রথম দর্শনে ওকে সাঁওতাল বলে ভ্রম হয়। ধারণাটিকে নিশ্চিত মনে হয় চুলের খোঁপায় গুঁজে রাখা তাজা ডালিয়া ফুলটিকে দেখে। যদিও সে সাঁওতাল কন্যা নয়। সাঁওতাল সমাজের পাশাপাশি বেড়ে ওঠার কারণে তার চলনে-বলনে সাঁওতাল সংস্কৃতির বেশ আধিপত্য। সে বাঙালি কন্যা, নাম তার বাতাসী। যদিও সেটা তার আসল নাকি ছদ্মনাম, সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে সবার।

বাতাসী জামা খুলছে সুস্থ মস্তিষ্কে, স্বজ্ঞানে। কোনো বিকার নেই মেয়েটির। লাজ নেই, লজ্জা নেই। নির্দ্বিধায় খুলছে সব। প্রথমে বহির্বাস, ধীরে ধীরে খোলে অন্তর্বাসগুলোও। ক্রমে দৃশ্যমান হয় তার পুরো শরীর। চক্ষু বিস্ফারিত করে তার উদোম শরীর দেখছে হালের যুবক-যুবতীরা। যেনতেনভাবে নয়, দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। পলক পড়ছে না কারোর। মেয়েটির বিশেষ অঙ্গগুলো মেপেও নিচ্ছে কেউ কেউ। কেউ মাপছে হাত দিয়ে, কেউ আবার গজ ফিতায়, কেউ কেউ চোখের আন্দাজে।

সবাই ব্যস্ত। কেবল নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে আদনান শামস। এটা তার নিত্যদিনের অভ্যাস। সারারাত জাগে আর দিনে ঘুমায়। তা ঘুমাতেই পারে, ঘুমটা যার যার রাইট, আই মিন অধিকার। তবে সেটা ক্লাসের মাঝে হলে নিঃসন্দেহে আপত্তিকর। আর চরম আপত্তিকর হয় যখন সেটা ফিগার স্টাডি ক্লাসে হয়। একদিকে মডেল মেয়েটি একের পর এক খুলে চলেছে তার কাপড়ের ভাঁজ, দেখিয়ে চলেছে তার শরীরের কারুকাজ।